76

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 09 OCT 1996
পৃষ্ঠা 2 কলাম 2

বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের অবস্থা

দেশের অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয়েই বর্তমানে অশান্ত পরিস্থিতি বিরাজ করিতেছে। যে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি এখনও শান্ত আছে সেগুলিতেও কমবেশি প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য টেনশনের উপস্থিতি রহিয়াছে বলিয়া পত্র-পত্রিকার রিপোর্ট হইতে প্রতীয়মান হয়। কর্তৃপক্ষীয় প্রয়াস এবং বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলি শেষ পর্যন্ত সমঝোতামূলক মনোভাব প্রদর্শন করায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এক ধরনের শান্ত অবস্থা ফিরিয়া আসিলেও অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে বন্ধ হইয়া গিয়াছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ও কুষ্টিয়াস্থ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়।

কয়েক ঘন্টাব্যাপী ব্যাপক বোমাবাজি ও গুলীবর্ষণের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা ও ছাত্র-ছাত্রীদের হল ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। অপরদিকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের কোন সহিংসতা না হইলেও দুইটি ছাত্র সংগঠন এমনভাবে একে অপরের মুখোমুখি অবস্থান নিয়া আছে যে, কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়টিকে বন্ধ ঘোষণা না করিলেও কার্যতঃ তাহা বন্ধ হইয়া আছে। ক্লাস হইতেছে না, হলগুলিতে ছাত্র সংগঠনগুলির ক্যাডার নামধারী দুষ্কৃতকারী ছাড়া কোন সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী অবস্থান করিতেছে না। এদিকে ময়মনসিংহস্থ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে চলিতেছে উত্তেজনা। রাজশাহী ও সিলেটস্থ শাহজালাল প্রযুক্তি ও কারিগরি বিশ্ববিদ্যালয়ে উত্তেজনা ও অপ্রীতিকর ঘটনার খবর কয়েকদিন পূর্বে প্রকাশিত হইয়াছে। তাহাছাড়া বিভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক সহিংতার কারণে বেশ কয়েকটি কলেজ বন্ধ হইয়া যাওয়ার সংবাদও আমরা পাইয়াছি।

সব মিলাইয়া দেশের উচ্চ শিক্ষাঙ্গনসমূহের আকাশে এক কালো মেঘ ঘনীভূত হইয়া উঠার সকল আলামত এখন দৃশ্যমান। এই পরিস্থিতি যে শুধু এখনকার সময়ের তাহা নয়, গত কয়েক বছর যাবৎই এই ধরনের পরিস্থিতি কমবেশি বিরাজমান। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে শান্তি ও স্থিতিশীলতা ছাত্র-ছাত্রীদের সুষ্ঠু লেখাপড়ার অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত। অথচ নিছক দলীয় রাজনীতির বিষবাষ্পের প্রভাবে দেশের উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে এই অপরিহার্য পূর্বশর্তটিই আজ অনুপস্থিত। অভিযোগ আর পাল্টা অভিযোগের মধ্যে পড়িয়া শিক্ষাঙ্গনের মূল সমস্যাটি ক্রমেই আরো জটিল হইতেছে। শিক্ষাঙ্গনসমূহে শান্তি ও সুষ্ঠু লেখাপড়ার পরিবেশ সৃষ্টির পথে প্রধান অন্তরায় হিসাবে চিহ্নিত সন্ত্রাসের কোন প্রতিবিধান ও সন্ত্রাসীদের দমন কার্যতঃ হইতেছে না। এক্ষেত্রে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী কর্তৃপক্ষের ব্যর্থতা চোখে পড়ার মত। অতি সাম্প্রতিককালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে 'আকস্মিক' তল্লাশী চালাইয়া পুলিশ যে সংখ্যক অবৈধ অস্ত্র উদ্ধার করিয়াছে উহাকে 'সাগরে শিশির বিন্দু' হিসাবে অভিহিত করিলে অত্যুক্তি হইবে না। কয়েকদিন আগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়েও পুলিশ অনুরূপ তল্লাশী অভিযান চালাইয়া একটি খেলনা পিস্তল ও একটি পরিত্যক্ত পাইপগান ছাড়া আর কিছু উদ্ধার করিতে পারে নাই। জানা যায়, পুলিশী অভিযানের কথা পূর্বেই ফাঁস হইয়া গিয়াছিল। যে পুলিশ দিয়া সন্ত্রাস দমন করা হইবে সেই পুলিশের মধ্যে এইরূপ তথ্য ফাঁসকারী থাকিলে কিভাবে শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দমন হইবে তাহাই প্রশ্ন।

যাহা হউক, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজির বর্তমান ধারা যেমন একদিনে গড়িয়া উঠে নাই তেমনি একদিনেই উহা দূর হইবে এমন ভাবাও সঙ্গত নয়। কিছুটা সময় লাগিবে ইহা ধরিয়া লইয়াই বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাঙ্গন হইতে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসীর উচ্ছেদের প্রয়াস চালাইয়া যাইতে হইবে। এজন্য বিরোধী দলগুলিকেও যথাযথ সহযোগিতার হস্ত প্রসারিত করিতে হইবে। তবে এই মুহূর্তে যাহা সর্বাধিক প্রয়োজন তাহা হইতেছে বিশ্ববিদ্যালয়গুলি যাহাতে খোলা থাকিতে পারে তাহার জন্য পর্যাপ্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ। সেই সাথে সন্ত্রাসের কারণে বন্ধ অথবা কার্যতঃ বন্ধ হইয়া থাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যাহাতে দ্রুত খুলিয়া দেওয়া যায় সেজন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুরূপ উদ্যোগ এবং প্রয়াসও আবশ্যক।